RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in -এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি জানিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি বিভাগীয় প্রধানদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহার অপসারণের দাবি জানিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দিলেন ১৬ টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানরা। পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানো সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। নম্বর বাড়ানোর চক্রে অনেক আগেই অভিযোগ উঠেছিল উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা, প্রাক্তন ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত, সহকারি ডিন সুদীপ্ত শিল ও আরএমও নিলাজ ঘোষের বিরুদ্ধে। চাপের মুখে পড়ে ডিন, সহকারি ডিন ও আরএমও পদত্যাগ করেন। স্বাস্থ্য ভবন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটিও গঠন করে। সেই কমিটি ৩ অক্টোবর অভিযুক্তদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু, অজানা কারণেই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত কমিটি গঠন হয়নি। তিনি স্বমহিমায় অধ্যক্ষ পদ সামলে চলেন। ৪ অক্টোবর সেই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেই কার্যত অনাস্থা এনে তার অপসারনের দাবিতে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দেন ১৬ টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানেরা।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একাধিক অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নেমেছিল জুনিয়র চিকিৎসকেরা। এরপরে বিভিন্নভাবে থ্রেট কালচারও যে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে চলত সেই ঘটনা সামনে আসে। এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে একাধিক ছাত্রকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। নম্বর বাড়ানো চক্রের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বাকি অভিযুক্তরা পদত্যাগ করা সহ তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চললেও অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহার বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত করা হচ্ছে না। তিনি পদত্যাগও করেননি। তাই এক ঘটনায় পৃথক ফল না হয় সে কারণে ২৪ টি বিভাগের মধ্যে ১৬ টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানরা অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহার অপসারণের দাবি জানিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দেন। তাদের বক্তব্য যদি শাস্তি দিতে হয় অভিযুক্ত সকলেই শাস্তি দেওয়া হোক। তা না হলে কাউকেই শাস্তি দেওয়ার দরকার নেই। অধ্যক্ষ যদি দোষ না করে থাকেন তদন্তে সেটা প্রমাণ হোক, তারপর তিনি আবার তার পদে ফিরে আসবেন।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা: দিনহাটা - কলকাতার আরজি কর কান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সারা রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন দিনহাটা মহকুমা শাসক বিধু শেখর। তার সঙ্গে ছিলেন দিনহাটা পুলিশের এসডিপিও ধীমান মিত্র, হাসপাতালের সুপার ডাক্তার রঞ্জিত মন্ডল, দিনহাটা থানার আইসি জয়দেব মোদক সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

এদিন মহকুমা শাসক দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শনের পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরা সহ সামগ্রিক বিষয় খতিয়ে দেখেন। এছাড়াও এদিন হাসপাতালের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন মহকুমাশাসক বিধু শেখর। এ বিষয়ে দিনহাটা পুলিশের এসডিপিও ধীমান মিত্র বলেন, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সামগ্রিক কাঠামো খতিয়ে দেখা হলো। বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে সেগুলি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সমস্যাগুলি মেটানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নানা সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাসপাতালের জঞ্জাল পরিষ্কারের সমস্যা। এছাড়াও হাসপাতাল চত্বরে যানজটের একটা পরিস্থিতি বেশ কয়েক বছর ধরে চলে এসেছে। হাসপাতাল চত্বরে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স গাড়িগুলি যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তাতে সাধারণ রোগীদের প্রচন্ড সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় এমনটাই অভিযোগ। যদিও কিছুদিন আগে হাসপাতাল চত্বরে বেশ কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই স্বল্প এমনটাই অভিমত সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে কিছুদিন আগে হাসপাতাল চত্বরে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। পরিকাঠামো সুবিধাজনক নয় এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের এক পরিস্থিতিতে দিনহাটা মহকুমা শাসকের হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

থ্রেট কালচার নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাত্য বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোনো থ্রেট কালচার নেই। সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগকে কার্যত উড়িয়ে দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করতে গিয়ে তিনি এই কথাই বলেন। তিনি আরো বলেন, "বিগত সাত বছর ধরে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোন নির্বাচন হচ্ছে না। ফলে কোনও টিএমসি ইউনিয়নের থাকার কথাও নয়। সেক্ষেত্রে সুকান্তবাবু যেটা বলছেন সেটা সত্য থেকে অনেকটাই দূরে। বরং উনি নিজের ছাত্র সংগঠন এবিভিপিকে আরো মজবুত করুন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন পুজোর পরে কলেজগুলিতে নির্বাচন নিয়ে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।" এদিন তিনি পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার নিয়েও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "বিদ্যাসাগর হঠাৎ করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন না। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি সমাজের যেকোনও মুহূর্তে, যেকোনও সময় প্রাসঙ্গিক হতে পারেন।" এদিন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মতিথি উপলক্ষে কলেজ স্কয়ারে তার মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, আপার প্রাইমারি ও এসএসসি উভয় ক্ষেত্রেই জোরকদমে কাজ চলছে, তালিকাও প্রকাশ হয়েছে। খুব শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যাবে।

রাতজাগা আন্দোলনের সমালোচনা উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার তিনি কোচবিহারে এবিএনশীল কলেজের সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার অডিটোরিয়াম এবং গুড়িয়াহাটি হাইস্কুলের শ্রেণিকক্ষ সংস্কারে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার কাজের সূচনা করেন উদয়ন। সেই সময় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে মহিলাদের রাতজাগা আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করেন উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এবিএনশীল কলেজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদয়ন বলেন, "যেদিন মেয়েরা রাত জেগেছিল সেদিন এক শিশু ধর্ষিত হয়েছিল। তার জন্য কাউকে রাত জাগতে দেখিনি। আমরা তাকে কেউ রক্ষা করতে পারিনি। ভাবতে হবে গভীরে গিয়ে। শুধুমাত্র হাওয়ায় হাওয়ায় সব করলেই সব পাওয়া যায় না।" এরপর নাম না করে কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন বামেদের। উদয়ন বলেন, "যারা এসব করছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অংকটা ভালো করে শেখেনি। শূন্য দিয়ে গুণ করে আমি কোনদিন একটু বড় সংখ্যা পাবো না। শূন্য দিয়ে যে সংখ্যাকে গুণ করে না কেন তার ফলাফল শূন্যই হবে । তাই কেউ যদি মনে করেন শূন্যকে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করে আমি একটা বড় সংখ্যায় পৌঁছাব তাহলে তিনি মূর্খের সঙ্গে বাস করছেন। শূন্যকে আগে একটা সংখ্যায় পরিণত করুন তারপর সেটা গুণ করার চেষ্টা করুন।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাওয়াটাকে কাজে লাগিয়ে এই রাজ্য একটা অশান্তি তৈরি চেষ্টা করছে। এখানে উপস্থিত (আজকের অনুষ্ঠানে) মেয়েদের মধ্যে কতজন রাত দখলের অভিযানে গিয়েছে আমি জানি না। গেলেও ভালো না গেলেও ভালো। তবে আমি তোমাদের বলব সূর্যোদয় থেকে পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনটা যেমন আমার তেমন তোমাদেরও। যারা তোমাদের রাত দখলের কথা বলছে তারা তোমাদের ভুল বোঝাচ্ছে।" উদয়নের আরও বক্তব্য, "সমাজকে ঠিক করতে হলে আগে নিজের বাড়িকে ঠিক করতে হয়। সবাইকে ছেড়ে দিয়ে আমরা কালীঘাটের একজন মহিলা আছে তাঁকে ধরার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে যেন তিনি ধর্ষণ করেছেন মনে হচ্ছে যেন তিনি ধর্ষণকারীকে পাঠিয়েছেন। মনে হচ্ছে যেন তিনি পদত্যাগ করলে পরে দেশ থেকে ধর্ষণটা উঠে যাবে।" সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক তথা বাম নেতা অনন্ত রায় বলেন, "আরজি কর আন্দোলন একটি ইতিহাস তৈরি করেছে। উদয়ন গুহরা তার মূল্য কি বুঝবেন। তাঁরা তো দল পাল্টানো লোক। এই আন্দোলন গোটা দেশ জুড়ে হয়েছে। যা দৃষ্টান্ত।"

বিল না নিয়ে বিতর্কে রোগিণীকে বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চিকিৎসার বিল না মেটানোর দাবি করে এক রোগিনীকে নার্সিংহোমের বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি নার্সিংহোমে। ওই অভিযোগের পেয়ে নার্সিংহোমে যান তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। পরে অভিজিতের সহযোগিতায় বিল মিটিয়ে দেওয়া হয়। ওই রোগিণীর পরিবারের অভিযোগ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করেনি নার্সিংহোমে। তা নিয়ে প্রশ্ন তুললে রোগিণীর পরিবারের উপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। কেন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড গ্রহণ করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের অবশ্য রোগীর পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পাল্টা দাবি করা হয়েছে, তাদের কর্মীদের উপরেই হামলা করেছে রোগীর পরিবার। অভিজিৎ বলেন, "স্বাস্থ্য সাথী কার্ড গ্রহণ করেনি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। বিল নিয়ে বিরোধের জেরে রোগিনীকে বাইরে বের করে দেওয়া হয় রোগী নিয়ে ও তার পরিবারের সদস্যদের হেনস্থাও করা হয়। আমরা চিকিৎসককে কোন কিছু বলিনি। শুধু দাবি করেছি এরপরের থেকে যাতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড গ্রহণ করা হয়। রোগীর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করে ছুটি নেওয়া হয়েছে।" ওই নার্সিংহোমের মালিক বিকাশ মিশ্র বলেন, "ওই রোগিনী পেটে ব্যথা নিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। রোগিনীর পরিবারকে সমস্ত কিছু জানানোর পরেই তার অস্ত্রপচার হয়েছে। তারপরেও রোগীর পরিবার তিন দিন ধরে বিল নিয়ে সমস্যা করে যাচ্ছে। নিয়মমত অস্ত্রপচারের আগেই স্বাস্থ্য সাথী কার্ড জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে রোগীদের পরিবার তা করেনি। তাই আমরা তা গ্রহণ করতে পারিনি। হামলার অভিযোগ ঠিক নয়।" রোগিনীর স্বামী সৌরেন্দু মিত্র অভিযোগ করে জানিয়েছেন, গত ১০ সেপ্টেম্বর পেটে ব্যথা নিয়ে রোগিনীকে ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, রোগিনীর গলব্লাডারে পাথর হয়েছে। এরপরে তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯ টার মধ্যে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে নার্সিংহোমে হাজির হন। কিন্তু নার্সিংহোমে গিয়ে জানতে পারেন রোগিনীর অস্ত্রপচার করা হয়ে গিয়েছে। তখন নার্সিংহোম থেকে জানানো হয়, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নেওয়ার সম্ভব নয়। তিনি বলেন, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, তাঁকে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করার জন্য নিয়ে যাওয়ার কথা বলে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অস্ত্রপচার করা হয়। আমাদের পুরোপুরি ধোঁয়াশার মধ্যে রাখা হয়েছিল।" তার দাবি, সেই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই নার্সিংহোমের একাধিক কর্মী তাদের উপর চড়াও হয়। রোগিনীর যে ঘরে ছিলেন সেখানে ঢুকে কর্মীরা জোর করে তাকে বাইরে বের করে দেয়। বাধা দিতে গেলে মারধর করা হয়।

বিহারী ছাত্রদের মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার বাংলা পক্ষের সমর্থকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষায় রাজ্য সরকারের ভূমিপুত্রদের জন্য সংরক্ষিত ডোমিসাইল-বি পদে বিহার থেকে এসে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগ তুলে দুই পরীক্ষার্থীকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল বাংলা পক্ষ নামে একটি সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে। পুলিশ এবং আইবির লোক পরিচয় দিয়ে দুই বিহার থেকে আসা যুবককে কান ধরে উঠবস করানো হয় বলেও অভিযোগ। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়।

পরীক্ষার্থীদের হেনস্তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বেগুসরাইয়ের সাংসদ গিরিরাজ সিং। তাঁর বক্তব্য, "রোহিঙ্গাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাল কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে অথচ বিহার থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে গেলে, তাঁদের সঙ্গে এই ধরণের অভব্য আচরণ করা হয়।" তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন যে গোটা ঘটনায় তেজস্বী যাদব, রাহুল গান্ধী চুপ রয়েছেন কেন? বেগুসরাইয়ের সাংসদ গিরিরাজ সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ কী আলাদা দেশ নাকি ভারতেরই অঙ্গ?"

এইদিকে, ঘটনার পরই প্রশাসনিক স্তরে শোরগোল পড়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এসওজির টিম বাংলাপক্ষের সদস্য রজত ভট্টাচার্য ও গিরিধারী রায়কে গ্রেপ্তার করে। রানিডাঙ্গার যে বাড়িতে ওই দুই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে এসে ভাড়া নিয়েছিলেন, সেই বাড়ির মালিকদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও ধৃত রজত ভট্টাচার্যর দাবি, 'আমরা পুলিশ ও আইবি-কে জানিয়েই সেখানে গিয়েছিলাম। আমাদের কোনও সহযোদ্ধা কেউ সেরকম বলেনি যে আমরা পুলিশ কিংবা আইবি-র লোক। রেকর্ডিং চলার সময় কেউ পাশ থেকে ওরকম কথা বলে দিয়েছে। কোথাও একটু ভুল বোঝাবোঝি হয়ে গিয়েছে।'

জানা গিয়েছে, পরীক্ষা দিতে এসে ওই দুই পরীক্ষার্থী রাঙাপানির কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। বাংলা পক্ষের সদস্যরা আচমকাই সেখানে যান। তখন ওই দুই পরীক্ষার্থী ঘরের মধ্যে শুয়েছিলেন। ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে, রজত ভট্টাচার্য নামে ওই ব্যক্তি দুই পরীক্ষার্থীকে টেনে তুলে পরিচয়পত্র দেখতে চেয়ে হেনস্তা করেন। ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে দুই পরীক্ষার্থীকে কার্যত অনুনয় বিনয় করতেও দেখা যায়। এরপরই দু'জনকে কান ধরে উঠবস করানো হয়। এই বিষয়ে রজতের দাবি, 'আধা সামরিক বাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষার স্থানীয় পরীক্ষার্থীরা তাদের জানায়, জাল সার্টিফিকেট বানিয়ে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে কিছু পরীক্ষার্থী এসে পরীক্ষা দিচ্ছে। এরপর তারা প্রথমে বাগডোগরা থানা, পরে আইবিকে বিষয়টি জানিয়ে সেখানে যান।' গোটা বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার। ২৬ সেপ্টেম্বর স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ দুজনকে গ্রেফতার করে বাগডোগরা থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

স্মারকলিপি প্রদান করল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের কাছে ২৭ সেপ্টেম্বর স্মারকলিপি প্রদান করল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা। এদিন ৯ দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। কোচবিহার জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, অনলাইনের মাধ্যমে পে স্লিপ প্রদানের দাবি রাখা হয়। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ এর দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। শিক্ষকদের দাবি, বিভিন্ন স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে, এছাড়াও বিভিন্ন সময় শিক্ষক শিক্ষিকাদের পে স্লিপের প্রয়োজন হয় সেই সময় আবেদন করে পে স্লিপ নিতে হচ্ছে। যদি এই বিষয়টি অনলাইন করা যায় সেইক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনলাইনের মাধ্যমে নিজেদের পে স্লিপ ডাউনলোড করে নিতে পারবে। এছাড়াও তাদের দাবি কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং ছাত্রের সংখ্যার অনুপাত ঠিক নেই। কোথাও শিক্ষক বেশি রয়েছে, আবার কোথাও ছাত্র বেশি রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে সঠিক অনুপাত অনুযায়ী শিক্ষকদের নিয়োগের দাবি জানান তারা।

হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ১৫ বছর পর ফিরে পেলেন বাবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পনেরো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পেলেন বাবা। মঙ্গলবার দুপুরে দিনহাটা থানায় বাবার হাতে ছেলেকে তুলে দিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। জানা যায়, দিনহাটার সীমান্ত এলাকা আরকে পয়েন্তি গ্রামের ইউসুফ আলী খানের ছেলে নূর মোহাম্মদ আলী খান ১৫ বছর আগে দিল্লিতে কাকার সাথে কাজ করতে যায়। সেখানে গিয়ে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। একাধিক জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরেও মেলেনি তার কোন খোঁজ। এক প্রকার পরিবারের লোকজন ছেলের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সংসারের হাল ধরতে ভিন রাজ্যে কিংবা ভুটান ও নেপালে কাজ করতে ছুটে যেতে হতো ইউসুফ আলীকে। এভাবেই কেটে যায় বছরের পর বছর। তারপরেও কোনো খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ছেলের। নূর মোহাম্মদ বাড়ির ঠিকানা বলতে না পারলেও দিনহাটায় তার বাড়ি তা ঠিক মনে ছিল। দিন কয়েক আগে সে দিনহাটায় এসে পৌঁছায় ট্রেনে চেপে। কিন্তু দিনহাটার কোথায় বাড়ি তা সে বলতে পারছিল না। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ওই ছেলেটিকে নিজেদের দায়িত্বে নেয়। এরপরেই দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক বিভিন্নভাবে তার পরিবারের খোঁজ শুরু করে দেন। তার পরিবারের খোঁজ মিলতেই এদিন দুপুরে নূর মোহাম্মদের বাবা ইউসুফ আলীর হাতে তার ছেলেকে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ইউসুফবাবু। বছর দেড়েক প্রয়াত হয়েছেন ইউসুফ বাবুর স্ত্রী। এমতাবস্থায় ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা বাবা। এদিন দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র, আইসি জয়দীপ মোদক তারা উপস্থিত থেকে নূর মোহাম্মদকে তার বাবার হাতে তুলে দেন। ১৫ বছর পর বাবার হাতে ছেলেকে তুলে দিতে পেরে খুশি পুলিশ কর্তারাও।

পড়াশোনা চালিয়ে যেতে টোটো উপহার পেল পায়েল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর: বিশেষভাবে সক্ষম পায়েল পালের পরিবারকে একটি নতুন টোটো উপহার দিল বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র এবং বালুরঘাট গার্লস কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি দেবপ্রিয় সমাজদার। পায়েল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের কামারপাড়ার বাসিন্দা। চলতি বছরে সে বাদামাইল এলপি হাইস্কুল থেকে ৪৬০ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছিল। কিন্তু এত নম্বর পেয়েও পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় শারীরিক ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। এই কারণে ইতিমধ্যেই আগামী চার বছরের জন্য ওই ছাত্রীর পড়াশোনার ভার ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছেন বালুরঘাট মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ বিমান চক্রবর্তী। কিন্তু প্রতিবন্ধকতার কারণে তৈরি হচ্ছিল যাতায়াতের সমস্যা। ৩০ সেপ্টেম্বর মহিলা মহাবিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পায়েলের বাবা দিগেন পালের হাতে টোটোর চাবি তুলে দেন বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

কোচবিহার থেকে গাঁজা বিক্রি করতে এসে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারের দিনহাটা থেকে শিলিগুড়িতে গাঁজা বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পরল দুই যুবক। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ অক্টোবর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তিনবাত্তি মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে ২১ কেজি গাঁজা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যারিয়ারের কাজ করছিল ওই দুই যুবক। কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা লিটন ওরাও এবং জামির হোসেন অর্থের বিনিময়ে কোচবিহার থেকে ওই গাঁজা শিলিগুড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল। কিন্তু গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসা মাত্রই তিনবাত্তি মোড় এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। মেলে সাফল্য। ২১ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার করা হয় দুইজনকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ndps ধারায় মামলা রুজু করে ২ অক্টোবর জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতরা কার কাছ থেকে এই গাঁজা সংগ্রহ করেছিল এবং কাকে শিলিগুড়িতে পাচার করতে এসেছিল, তাদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

রাতভর ভারী বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে বিপর্যস্ত জনজীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: রাতভর ভারী বৃষ্টির জেরে পাহাড়ের একাধিক জায়গায় নামে ধস। ৩ অক্টোবর ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় সুখিয়া ব্লকের বাসিন্দা ৭৮ বছর বয়সী রঘুবীর রাই নামে এক ব্যক্তির। ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামে যান বিডিও ও পুলিশ আধিকারিকেরা। ধস সরিয়ে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহ। এদিন ভোরে সুখিয়া ব্লকের প্লুঙডুং গ্রামে পাঁচটি বাড়ি ধসে যায়। তার মধ্যে একটি বাড়ির ভিতরে ঘুমাচ্ছিলেন ৭৮ বছর বয়সী রঘুবীর রাই। ঘুমন্ত অবস্থাতেই ধসে চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবারকে

আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়াও দার্জিলিং-সিংথামের রাস্তা, কালিম্পং এর রাস্তা সহ দার্জিলিংয়ের রক গার্ডেন যাওয়ার সংযোগকারী রাস্তায় ধস নামে। ধস নামার ফলে সংযোগকারী রাস্তা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই রাস্তায় এদিন সকাল থেকেই পুরোপুরিভাবে যান চলাচলের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে। লেপচা জগতের কাছেও রাস্তায় ধস নামে।

দিনহাটার উন্নয়নে একাধিক পরিষেবা দিচ্ছে পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিনহাটা পুরএলাকার পুর পরিষেবাকে আরও সুন্দর করে তুলতে ১৬ টি ওয়ার্ডের জন্য ১৬ টি নোংরা টানার নতুন গাড়ি ছাড়াও দুটি বুলডোজার এর পরিষেবা চালু করা হল ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে। এদিন দুপুরে দিনহাটা পুরসভা সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই গাড়িগুলি চালু করা হয়। মূলত দুর্গাপূজার আগে পুর পরিষেবাকে আরও উন্নত করে তুলতে এবং সাধারণ মানুষকে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে দিনহাটা পুরসভার পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তারই একটি পদক্ষেপ এই গাড়িগুলির উদ্বোধন। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরী শংকর মাহেশ্বরী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, পুর আধিকারিক অলোক কুমার সেন সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা।

তোর্সা নদীর বিসর্জন ঘাট পরিদর্শন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারের তোর্সা নদীর বিসর্জন ঘাট পরিদর্শন করলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ২৮ সেপ্টেম্বর বিসর্জন ঘাট পরিদর্শনের পর রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, গত ২২ সেপ্টেম্বর ঘাট পরিদর্শন করার পর দেখা গিয়েছিল তোর্সা নদীতে জল নেই। সেই জায়গা থেকে দুর্গাপূজায় বিসর্জন নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছিল। তবে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে তোর্সা নদীতে যে পরিমাণ জল বেড়েছে তাতে বিসর্জন নিয়ে আর কোন সমস্যা হবে না। তাই এই বিসর্জন ঘাটেই কোচবিহার শহরের দুর্গা প্রতিমাগুলি এই বিসর্জন করা হবে।

বাতিল বাস ধর্মঘট, সিল করা হল টোটোর শো রুম

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর: প্রশাসনিক আশ্বাসের পর ও সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই পুজোর আগে মাসের শুরুতে বাস ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বাস মালিকরা। ১ অক্টোবর থেকেই বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন পকেট রুটে বাস স্বাভাবিকভাবে চলাচল শুরু হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর রাতে বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ডে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানানো হয় বালুরঘাট মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। সেই মত পরেরদিন থেকে সব রুটে স্বাভাবিকভাবেই বাস চলাচল শুরু করে। প্রসঙ্গত, টোটোর দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে বালুরঘাট থেকে হিলি সহ বিভিন্ন পকেট রুটে বাস বন্ধ রাখেন বাস মালিকরা। অবশেষে ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন বাস মালিকরা। এরপর ধর্মঘট স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেন বাস মালিকরা। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন টোটোর বিরুদ্ধে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে। সিল করা হয়েছে টোটো-র শোরুম। চলছে মাইকিং। সামনেই পুজো তাই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে ও প্রশাসনের আশ্বাসে স্বাভাবিক হয় সব রুট বাস চলাচল।

গুরুতর স্লিপ অ্যাপনিয়া (ওএসএ) প্রতিরোধ করছে জীবন রক্ষাকারী ইএনটি সার্জারি

শিলিগুড়ি: প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনে আমরা আমাদের চারপাশের মানুষের যে নীরব লড়াই চলে, তা আমরা খুবই কম লক্ষ্য করি। আমাদের আশেপাশে এমন অনেকেই আছে যারা জীবন-পরিবর্তনকারী বিরল বা গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। এমনি একজন হল শিলিগুড়ির সেভোক রোডের বাসিন্দা সঞ্চিত খান্ডেলওয়াল, যিনি সম্প্রতি একটি জীবন-হুমকিপূর্ণ অবস্থার উপর জয়লাভ করেছেন। ৩১ বছরের খান্ডেলওয়াল, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া (ওএসএ) রোগে ভুগছিলেন, এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে ঘুমের সময় শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা গুরুতর শ্বাস বাধা, জোরে নাক ডাকা এবং দিনের বেলা ঘুমের কারণ হতে পারে। তার এই গুরুতর অবস্থা সিপিএপি থেরাপির দিকে পরিচালিত করা হয়, যা শ্বাসনালী উন্মুক্ততা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সঞ্চিত ব্রডওয়ের মণিপাল হাসপাতালের স্লিপ সার্জারির বিশেষজ্ঞ এবং একজন ইএনটি সার্জন, ডাঃ দীপঙ্কর দত্ত-এর সাথে যোগাযোগ করে ওএসএ রোগের সম্পর্কে জানতে পারেন। একটি পলিসমনোগ্রাফি পরীক্ষার পর, ডাঃ দত্ত সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে রোগীর ওএসএ ছিল এবং সার্জারিই ছিল যার সর্বোত্তম বিকল্প, বিশেষ করে যখন তিনি সিপিএপি মেশিনের সাথে সম্মতিহীন ছিলেন। ভাল শ্বাস এবং ঘুমের জন্য গলাকে আরও প্রশস্ত এবং পরিষ্কার করার জন্য তিনি বিশেষ অস্ত্রোপচার করেছিলেন। ডাঃ দত্ত কোব্লেশন ব্যবহার করে টনসিল অপসারণ করেছেন, আঁটসাঁটতা রোধ করার জন্য মুখের তালু মসৃণ করেছেন, এবং ব্লকেজ প্রতিরোধ করতে ইউভুলা ছাঁটা করেছেন। ডাঃ দীপঙ্কর দত্ত ৮ ই সেপ্টেম্বর শ্বাস এবং ঘুমের উন্নতির জন্য একটি মাল্টি-লেভেল স্লিপ সার্জারি করেন। প্রক্রিয়াটির মধ্যে রয়েছে একটি ইন্ট্রা ক্যাপসুলার টনসিলেক্টমি, কাঁটাযুক্ত প্যালাটোফ্যারিঙ্গোপ্লাস্টি এবং তালুকে নতুন আকার দেওয়ার জন্য, বায়ুপ্রবাহ নিশ্চিত করা এবং বিশ্রামের ঘুমের প্রচার করা। ডাঃ দত্ত এই বিষয়ে বলেছেন, "ওএসএ-এর জন্য একটি বিরল অস্ত্রোপচারের করা হয়েছিল, যা দুই ঘণ্টার বেশি সময় নেয় এবং এই ঝুঁকি পরিচালনা করতে একটি দক্ষ দলের প্রয়োজন ছিল। এতো চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, রোগীর পুনরুদ্ধার একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প, পদ্ধতির জটিলতা প্রদর্শন করেছেন।" সঞ্চিত খান্ডেলওয়াল নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে জানিয়েছেন, যে, তিনি শিলিগুড়ির উদ্যোক্তা, গুরুতর অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগছিলেন, এবং সাইনাস অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে একটি লাইফলাইন চেয়েছিলেন। ডাঃ দীপঙ্কর দত্ত এবং মণিপাল হাসপাতাল একটি সিপিএপি মেশিনের মাধ্যমে তার জীবন রক্ষা করেছিল। তিনি এখন রাতে সহজেই ঘুমাতে পারেন এবং উৎসাহের সাথে তার পোশাকের ব্যবসায় মনোযোগ দিতে পারেন। অস্ত্রোপচারটি তার জীবনে একটি নতুন সূচনা করেছে এবং তার স্বাস্থ্য ও পেশাগত জীবনের উন্নতি ঘটিয়েছে।

আপির সঙ্গে মিলে গ্লেনমার্কের উদ্যোগ 'টেক চার্জ অ্যাট এইটিন- বিপি স্ক্রিনিং ডে'

কলকাতা: গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস, অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ ইন্ডিয়া (আপি) এর সঙ্গে সহযোগিতায় "টেক চার্জ অ্যাট এইটিন" ক্যাম্পেইন চালু করেছে যা আঠারো বছর বয়স থেকে শুরু করে সকলের প্রাথমিক রক্তচাপ নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল ১০ কোটি ভারতীয়কে উচ্চ রক্তচাপ এবং এর ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করা। বিশেষ করে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই প্রচার চালানো যাদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্ট অ্যাটাকের মতো অসুস্থতার জটিলতা বাড়ছে। এই উদ্যোগের আরেকটি উদ্দেশ্য হল প্রোঅ্যাকটিভ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রচার। প্রতি মাসের ১৮ তারিখকে "বিপি স্ক্রিনিং দিবস" হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রচারাভিযানের উদ্বোধন করা হয় গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে থ্রিডি ভিডিও প্রজেকশনের মাধ্যমে। লাইভ-স্ট্রিম করা ইভেন্ট ১ লক্ষের বেশি স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের কাছে পৌঁছেছে। ডিজিটাল আউটরিচ যুক্ত করেছে ১০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যক্তিকে। দেশব্যাপী ন'শোর বেশি উচ্চ রক্তচাপ সচেতনতা র্যা লি হয়েছে। এই উদ্যোগের পেছনে রয়েছে আইসিএমআর-এর গবেষণার সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক তথ্য। যেখানে বলা হয়েছে কুড়ি বছর বা তার বেশি বয়সী ৩৫.৫% ভারতীয়ের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা রয়েছে।

ফ্লিপকার্টের বিগ বিলিয়ন ডে শুরু ৩৩ কোটি ব্যবহারকারীর দর্শনে

শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্ট, ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস প্রথম দিনেই ৩৩+ কোটি ব্যবহারকারীর দর্শনের সঙ্গে শুরু করেছে বিগ বিলিয়ন ডেজ-এর ১১ তম সংস্করণ। এই বছরের উৎসবের মরসুমে বাম্পার অফার নিয়ে এসেছে ফ্লিপকার্ট। মোবাইল, অ্যাপ্লায়েন্স, ফ্যাশন, বিউটি এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো বিভাগে সর্বোচ্চ চাহিদা রয়েছে।

টিবিবিটি ২০২৪ সারা ভারত থেকে বিক্রেতাদের শক্তিশালী অংশগ্রহণ দেখেছে, যা ইতিবাচক ইকোসিস্টেম তৈরির ইঙ্গিত দেয়। সেই সঙ্গে ব্যাপক হারে অর্ডারের সংখ্যাও বেড়েছে। টিয়ার টু+ শহরে অর্ডারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিডিও কমার্স এবং লাইভ কমার্সে দেখার সময় বেড়েছে রেকর্ড হারে ১.৮ গুণ। ফ্লিপইনট্রেন্ডস প্রোডাক্টেও অর্ডার বেড়েছে। ক্লিয়ারট্রিপে সামগ্রিক ব্যবহারকারীর রেজিস্ট্রেশনের মান প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে।

ফ্লিপকার্ট ব্যক্তিগতকৃত কেনাকাটার অভিজ্ঞতা দিতে ভিডিও কমার্স, লাইভ কমার্স এবং ফ্লিপইনট্রেন্ডস এর মত উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য চালু করেছে। প্ল্যাটফর্মটি উনিশ হাজারের বেশি পিন কোড জুড়ে দ্রুত ডেলিভারি সক্ষম করতে তার সুবিধাকেও প্রসারিত করেছে। ফ্লিপকার্ট ভারতীয় ব্যবসা, বিশেষ করে এমএসএমইগুলির জন্য সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফ্লিপকার্ট সমর্থ প্রোগ্রামের মাধ্যমে, তারা বিভিন্ন অঞ্চলের কারিগর, মহিলা বিক্রেতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

কেএফসি-তে উভভোগ করুন পুজোর হুল্লোর মেনু

শিলিগুড়ি: পুজোর সময়টি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে আনন্দ এবং উদযাপনের সাথেই কাটানো হয়, বিশেষ করে "কবে, কোথায়, কি খাবো?" যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে এক গুচ্ছ আলোচনা এবং প্রাণবন্ত বিতর্ক। যারা ক্রিস্পি, রসালো এবং ফিঙ্গার-লিকিঙ্গ ভালো চিকেনের সাথে উৎসব উপভোগ করেন, তাদের জন্য উত্তর সবসময়ই "চল ভাই, কেএফসি যাই।" কেএফসি,পশ্চিমবঙ্গে এই পুজোর মরসুমে বিশেষ অফার দিচ্ছে, যা ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। এটি হট অ্যান্ড ক্রিস্পি চিকেন, পেরিপেরি স্ট্রিপস এবং পপকর্ন চিকেনের মতো জনপ্রিয় চিকেনের ভ্যারাইটি আইটেমে ৪৩% পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে। কোম্পানি, স্থানীয় শিল্প শৈলী দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি নতুন প্রচারের ক্যাম্পেইন করছে, যেখানে রয়েছে প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল এবং একটি প্রাণবন্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ট্র্যাক। এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল পুজোর সময় উৎসবের আলোচনা এবং কেএফসি-এর চিকেনের ভ্যারাইটি আইটেমের পছন্দগুলিকে তুলে ধরা। পশ্চিমবঙ্গের কেএফসি রেস্তোরাঁগুলি পুজো উদযাপনের প্রাণবন্ত শক্তি প্রদর্শন করে সীমিত সময়ের এই পুজো থিমযুক্ত বাকেটটি অফার করছে। এই ডাইন-ইন বা টেক-অ্যাওয়ের জন্য উপলব্ধ বাকেটেটি, উৎসবের পোশাক, উপহার বিনিময়, এবং পারিবারিক জমায়েত প্রদর্শন করে। তাহলে আপনি আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? এখনই আপনার নিকটতম কেএফসি যান এবং এনজয় করুন এই অসাধারণ অফারগুলি।

পূর্ব ভারতের প্রথম সফল হুইপল সার্জারি সম্পন্ন হল কলকাতার এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টারে

কলকাতা: কলকাতার এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টার সম্প্রতি একজন ৬০ বছর বয়সী রোগীর সফল রোবোটিক হুইপল (প্যানক্রিয়াটিকোডুওডেনেক্টমি) অপারেশন করেছে। এটি পূর্ব ভারতের একমাত্র স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টারটিকে আরো উন্নত করেছে, যা রোবোটিক এবং ঐতিহ্যগত হুইপল সার্জারি উভয়ই অফার করে। এটি সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট ডাঃ সুজয় কুমার বালা এবং তার ব্যতিক্রমী প্রতিভাবান ডাক্তারদের নির্দেশে সঞ্চালিত হয়েছে। ৬০ বছর বয়সী রোগী, রাজীব (নাম পরিবর্তিত), রক্তস্বল্পতা এবং পেটে ব্যথার সমস্যা নিয়ে প্রথমে কলকাতার এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টারে এসেছিলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে অগ্ন্যাশয় এবং যকৃতের নালীগুলির সংযোগস্থলের কাছে অস্বাভাবিক ধরনের ক্যান্সারের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জানা যায়। এটি পেরিয়ামপুলারি ক্যান্সার নামেও পরিচিত। এটি সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য রাজীবকে হুইপল পদ্ধতি (প্যানক্রিয়াটিকোডুওডেনেক্টমি) করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

এই সেন্টারে শল্যচিকিৎসা দল শুধুমাত্র হুইপল অপারেশনই করে না বরং বিভিন্ন ধরনের ম্যালিগন্যান্সির জন্য রোবটভাবে সহায়তা করে সার্জারিও করে, যার ফলে রোগীদের অত্যাধুনিক এবং চিকিৎসার বিভিন্ন বিকল্পগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়া হয়। এই সফল পদ্ধতিটি এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টার কলকাতার কঠিন অনকোলজিকাল চিকিৎসার জন্য এলাকার প্রধান সুবিধা হিসাবে পরিণত হয়েছে, যা ক্যান্সারের যত্ন প্রদানের জন্য কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতিতে আরও একটি পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিষয়ে ডাঃ সুজয় কুমার বালা, সার্জিকাল অনকোলজিস্ট, এইচসিজি ক্যান্সার সেন্টার কলকাতা, অস্ত্রোপচারের নেতৃত্বাধীন, জানিয়েছেন, "যখন রোগী রক্তাল্পতা এবং পেটে ব্যথার সমস্যা নিয়ে এখানে আসেন, তখন আমরা অগ্ন্যাশয় এবং হেপাটিক নালীগুলির একটি বিরল ম্যালিগন্যান্সি অসুস্থতার বিরল ঘটনা জানতে পেরেছিলাম। এই জটিলতা এবং রোবোটিক সুবিধা সহ আমরা যত্নের সাথে একটি রোবোটিক হুইপল সার্জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এই সিদ্ধান্তে আসার পরে আমরা রোগী এবং তার পরিবারের সাথে আলোচনা করেছি, কারণ পূর্ব ভারতে এটিই ছিল সর্বপ্রথম সার্জারি।"

আইটিসি সানফিস্ট ডার্ক ফ্যান্টাসি-এর নতুন লঞ্চ "বিগ ফ্যান্টাসি"

শিলিগুড়ি: আইটিসি সানফিস্ট ডার্ক ফ্যান্টাসি, একটি জনপ্রিয় ভারতীয় কুকি ব্র্যান্ড, "বিগ ফ্যান্টাসিস: গিভ উইংস টু ইওর ইমাজিনেশন" নামে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ চালু করছে, যার লক্ষ্য প্রযুক্তির সাথে শিল্পকে একত্রিত করে শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা জাগানো। বেঙ্গালুরুর সেন্ট জোসেফ স্কুলে শিশু, তাদের পিতামাতা এবং সম্মানিত অতিথিদের উপস্থিতিতে এই অনন্য উদ্যোগটি চালু করা হয়েছিল। এই ইভেন্টে শিশুর কল্পনাকে প্রজ্বলিত করার গুরুত্ব সম্পর্কিত প্যানেল আলোচনায় মহাকাশ অনুসন্ধান, একাডেমিয়া, মনোবিজ্ঞান এবং সৃজনশীল শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। প্যানেল আলোচনার অতিথি বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যেমন শ্রীমতী মন্দিরা বেদী, প্রকাশা রাও, ডাঃ মেঘা মহাজন, এবং রেভা. রোহান ডি'আলমেইডা (প্রিন্সিপাল, সেন্ট জোসেফ স্কুল) এই ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, প্যানেলে একটি শিশুর সামগ্রিক বিকাশে কল্পনার গুরুত্ব, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সৃজনশীলতা এবং প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করেছে। এই উদ্যোগটি "ফ্যান্টাসি স্পেসশিপ" এর মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সীমাহীন কল্পনা উন্মোচন করবে, যা ইন্টারেক্টিভ স্ক্রীন দিয়ে সজ্জিত একটি বাস। এই বাসটি ভারত জুড়ে স্কুলগুলিতে ভ্রমণ করবে। এটি প্রযুক্তির মাধ্যমে শুদের হাতে আঁকা ডিজাইনগুলিকে 3D ইন্টারেক্টিভ চরিত্রে পরিণত করবে এবং এগুলি ফ্যান্টাসি স্পেসশিপের ভিতরে বড় টাচ স্ক্রিনে দেখানো হবে। নতুন উদ্যোগের সূচনা সম্পর্কে মন্তব্য করে, আলী হারিস শের, সিওও, বিস্কুট এবং কেক ক্লাস্টার, ফুডস ডিভিশন, আইটিসি লিমিটেড বলেছেন, "আইটিসি সানফিস্ট ডার্ক ফ্যান্টাসি 'ভারতের শিশুদের কল্পনাশক্তিকে ক্ষমতায়ন করতে বিগ ফ্যান্টাসি' চালু করেছে, যা সৃজনশীলতার সাথে বাচ্চাদের জীবন পরিবর্তন ঘটাবে। প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য তরুণ মনে বিস্ময় ও উদ্ভাবন জাগিয়ে তোলা, এবং তাদের বড় হওয়ার সাথে সাথে অসীম সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করা।"

বেসিক হোম লোনের সিরিজ বি-তে ১০ মিলিয়ন ডলারের নেতৃত্ব দিয়েছে বিআইআই

কলকাতা: বেসিক হোম লোন, বন্ধকী বিতরণের জন্য একটি ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম, একটি সিরিজ বি ফান্ডিং রাউন্ডে ১০.৬ মিলিয়ন ডলার (₹৮৭.৫কোটি) সংগ্রহ করেছে। এই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে জার্মানের নেতৃত্বস্থানীয় কোম্পানি বার্টেলসম্যান এসই অ্যান্ড কোং কেজিএএ-এর কৌশলগত বিনিয়োগকারী শাখা বার্টেলসম্যান ইন্ডিয়া ইনভেস্টমেন্ট (বিআইআই) এবং ইউএই-ভিত্তিক ক্রিসেন্ট এন্টারপ্রাইজ। আশিস কাচোলিয়া, একজন বিখ্যাত ইক্যুইটি বিনিয়োগকারী, ডেক্সটার ক্যাপিটালের একচেটিয়া উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করার সাথে তিনি বেসিক হোম লোনেও বিনিয়োগ করা শুরু করেছেন। এখানে গ্রুহাস, লেটস ভেঞ্চার, ৯ ইউনিকর্নস এবং ভেঞ্চার ক্যাটালিস্ট সহ বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণও দেখা গেছে। একইসাথে, ডেক্সটার ক্যাপিটাল এই রাউন্ডের জন্য বেসিকের একচেটিয়া উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছে। বেসিক হোম লোন, একটি গুরুগ্রাম-ভিত্তিক ফিনটেক স্টার্টআপ। কোম্পানি, এখনও পর্যন্ত ৬৫০ টি জেলার ২৫০,০০০ টি পরিবারকে নিজেদের বাড়ি তৈরী করতে এবং ১৫,০০০ জন ব্যক্তিকে কর্মসংস্থান তৈরি করতে সাহায্য করেছে। এই ঋণের আবেদনের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলার সোর্স করেছে কোম্পানি এবং এর শুরুর থেকেই ঋণদাতাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ১.১ বিলিয়নের বেশি বিতরণ করা হয়েছে। বেসিক হোম লোন-এর সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা অতুল মঙ্গা, এই বিষয়ে মন্তব্য করে জানিয়েছেন, "ভারতের ছোট শহরগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরী করার স্বপ্নকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য আমাদের যাত্রায় বার্টেলসম্যানকে বিনিয়োগ করার জন্য আমরা রোমাঞ্চিত।" বার্টেলসম্যান ইন্ডিয়া ইনভেস্টমেন্টের অংশীদার রোহিত সুদ জানিয়েছেন, "বেসিক হোম লোন ভারতের ছোট শহরগুলিতে স্বল্প এবং নিম্ন আয়ের ঋণগ্রহীতাদের জন্য হোম লোনের অভিজ্ঞতাকে অনন্যভাবে বিকশিত করেছে। আমাদের উন্নত প্রযুক্তি স্ট্যাক একটি সহজ, অনন্য, এবং স্বচ্ছ সমাধান অফার করে, যা এটিকে তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে একটি শীর্ষ চ্যানেল অংশীদার করে তুলেছে। সরকারী নীতি, ক্রমবর্ধমান পারমাণবিকীকরণ এবং উন্নত ক্রয়ক্ষমতার কারণে এই সেক্টরটি শক্তিশালী টেলওয়াইন্ড প্রত্যক্ষ করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং আমরা এই যাত্রায় অতুল এবং কল্যাণের সাথে যোগ দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত।"

নতুন এক্স সিরিজ লঞ্চ করেছে ম্যাকডওয়েল অ্যান্ড কো

শিলিগুড়ি: কোভিড-পরবর্তী, সক্রিয় জীবনযাপন এবং আরও ভাল মদ্যপানের অভিজ্ঞতার জন্য ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা সহ ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মধ্য ভারতে ক্রমবর্ধমান, জেন জেডের প্রাপ্তবয়স্কতা এবং পরিবর্তিত অভিজ্ঞতার অন্বেষণের দ্বারা এই প্রবণতাকে ইন্ধন জুগিয়েছে। ককটেল সংস্কৃতির উত্থান এবং আরও ভাল মদ্যপানের অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষা নতুন স্ট্যাটাস সিম্বলগুলির উত্থানের দিকে পরিচালিত করেছে। ভারতের এই আইকনিক ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি হল, ম্যাকডওয়েল অ্যান্ড কো (McDowell's & Co.), নিজেকে একটি পোর্টফোলিও দিয়ে নতুন করে উদ্ভাবন করছে যা গ্রাহকের চাহিদার ওপর ফোকাস করে। McDowell's & Co. এর X সিরিজ ভদকা এবং জিন থেকে শুরু করে একটি প্রাণবন্ত নতুন সিট্রন রাম এবং একটি সুস্বাদু ডার্ক রাম পর্যন্ত গ্রাহকরা তরল পদার্থের পোর্টফোলিওর অভিজ্ঞতার উপায় পুনর্নির্মাণ করেছে। নতুন পরিসরে ভারতীয় উপাদানগুলিকে বিশ্ব জুড়ে বিদেশী স্বাদের সাথে একত্রিত করা হয়েছে, যা একটি অতুলনীয় প্যালেটের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই নতুন সিরিজের ভদকাতে মসৃণতার জন্য ট্রিপল পাতন প্রক্রিয়া রয়েছে। এটি একটি সতেজ স্বাদের জন্য ব্রাজিলিয়ান সাইট্রাস দিয়ে

মিশ্রিত করা হয়েছে। সিট্রন রাম হল ফ্রান্স এবং ভারতীয় রাম থেকে আমদানি করা লেবু এবং চুনের স্বাদের মিশ্রণ, তবে ডার্ক রাম হল জ্যামাইকান এবং ভারতীয় রামগুলির মিশ্রণ, যা সূক্ষ্ম ভ্যানিলা এবং মশলার নোটগুলি অফার করে। X সিরিজটি নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ কিছু নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য প্রস্তুত, যা তরুণ-তরুণীদের জন্য নতুন সংজ্ঞা সেট করেছে। উদ্ভাবনের ম্যাকডওয়েলের উত্তরাধিকার অব্যাহত রেখেছে, নতুন প্রজন্মের গ্রাহকদের জন্য নতুন করে কল্পনা করা হয়েছে। প্রতিটি ভেরিয়েন্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং স্বাদ প্রোফাইল অনুসারে তৈরি করা হয়েছে, যা দুঃসাহসিকদের জন্য স্বাদের একটি সিম্ফনি উপস্থাপন করে।

মেলবেট এবং ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ

কলকাতা: মেলবেট, রিয়েল-মানি গেমিং সেগমেন্টের একটি সেরা প্লেয়ার ক্রিকেট দল, সিপিএল ২০২৪-এর জন্য ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স-এর সাথে আবারও তাদের অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ করার ঘোষণা করেছে। এই চুক্তি অনুসারে, কোম্পানি লোগোটি ক্লাবের খেলা এবং প্রশিক্ষণ জার্সির সামনে থাকবে এবং এটি ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হোম অ্যারেনা এবং তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট জুড়ে প্রচার করা হবে। এই প্রচারের অংশ হিসেবে মেলবেট তার ফ্যানদের ব্র্যান্ডের পণ্যদ্রব্য জেতার এবং দলের সেরা খেলোয়াড়দের সাথে দেখা করার সুযোগ দেবে। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স ১১টি ক্রিকেট মরসুমের মধ্যে দলটি ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০২০-এ মোট চারটি শিরোপার চ্যাম্পিয়ন। এই চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা সহ ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স একটি প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেট দল। এই সহযোগিতাটি উভয় ব্র্যান্ডকেই অসংখ্য সাফল্য এনে দিয়েছে এবং ক্রিকেট মৌসুম জুড়ে ফ্যানদের অন্তর্ভুক্তি বাড়িয়েছে। এই বছরের মরসুমটি ২৯ আগস্টে শুরু হয়েছে, যা ৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের এক প্রতিনিধির মতে, মেলবেট এবং টিকেআর একটি সফল অংশীদারিত্ব, যা ক্রিকেট মরসুম জুড়ে ব্যতিক্রমী ফ্যানদের অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে। মেলবেট এবং ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স পুরস্কার প্রদান, ব্র্যান্ড মার্চেন্ডাইজ এবং প্লেয়ার মিটিং সহ বিভিন্ন প্রচার অফার করে। অংশগ্রহণের জন্য, ব্যবহারকারীরা মেলবেট প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন করতে পারেন এবং আইগেমিং প্ল্যাটফর্মের সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলি ফলো করতে পারেন।

ভারতে লঞ্চ হল ডাইসন-এর অনট্র্যাক হেডফোন

শিলিগুড়ি: ডাইসন, ভারতে তার প্রথম হাই-ফিডেলিটি, অডিও-অনলি ডাইসন অনট্র্যাক হেডফোন চালু করেছে, যার অ্যাম্বাসেডর ভারতীয় মিউজিক আইকন বাদশা। এই হেডফোন বহুল প্রত্যাশিত পণ্যটি নতুন দিল্লিতে লঞ্চ হয়েছে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির হেড ইঞ্জিনিয়ার জেক ডাইসন এবং বাদশা। উপরন্তু, কোম্পানি আসন্ন OTT শো 'Ontrac to Stardom'-এর ট্রেলারের প্রিমিয়ারও করেছে। এই বিখ্যাত ডাইসন অনট্র্যাক™ হেডফোনগুলিতে রয়েছে ব্যতিক্রমী নয়েস ক্যান্সল্যাশন, যা ৫৫ ঘন্টা পর্যন্ত চলতে পারবে। এর বাইরের ক্যাপ এবং কানের কুশনগুলির জন্য ২,০০০ টিরও বেশি কাস্টমাইজযোগ্য রঙের সংমিশ্রণ সহ, প্রতিটি কানের কুশন অতি-সফ্ট মাইক্রোফাইবার এবং উচ্চ-গ্রেড ফোম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ডাইসন অনট্র্যাক™ হেডফোনে রিয়েল-টাইম সাউন্ড ট্র্যাকিং, হেড ডিটেকশন, একটি স্বজ্ঞাত জয়স্টিক, ক্রিস্টাল-ক্লিয়ার কল এবং স্বয়ংক্রিয় সফ্টওয়্যার আপডেটের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হেডফোনগুলি সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম, সিএনসি কপার, সিরামিক সিনাবার এবং সিএনসি ব্ল্যাক নিকেল- এই চারটি রঙে আসে, যা টেকসই উপকরণ এবং প্রিমিয়াম ফিনিশের সাথে কাস্টমাইজ করা হয়েছে। এগুলি তিনটি কাস্টম EQ মোডও অফার করে, যা মাইডাইসন™ অ্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। হেডফোনগুলির ৪৪,৯০০ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ভারত জুড়ে Dyson.in এবং ডাইসন ডেমো স্টোরগুলিতে উপলব্ধ। এই লঞ্চ ইভেন্টে কোম্পানির হেড ইঞ্জিনিয়ার জ্যাক ডাইসন বলেন, "আমরা ভারতে Dyson OnTrac হেডফোন চালু করতে পেরে আনন্দিত, যা উচ্চ-মানের অডিও, ডিজাইন এবং স্টাইলের জন্য বিখ্যাত। এই কাস্টমাইজযোগ্য হেডফোনগুলি ব্যতিক্রমী সাউন্ড কোয়ালিটি, কানের আরাম এবং সঙ্গীত সংস্কৃতির পরিপূরক হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। হেডফোনটি শিল্পীর সাউন্ড ওয়েভের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তারা ডাইসনের অডিও ইঞ্জিনিয়ারিং মিশনকে মূর্ত করে।"

নিফটি আলফা ৫০ সূচক ফান্ড চালু করেছে টাটা এআইএ

শিলিগুড়ি: টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ভারতের সেরা বীমা কোম্পানি, তার ইউনিট লিঙ্কযুক্ত বীমা পণ্যগুলির মাধ্যমে টাটা এআইএ,নিফটি আলফা ৫০ ইনডেক্স ফান্ড চালু করেছে। এটি একটি আলফা বিনিয়োগ কৌশল সহ একটি ওপেন-এন্ডেড নিউ ফান্ড অফারিং (NFO)। এনএফও, এই বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে, যার প্রতি ইউনিটে ১০ টাকা এনএভি-তে ইউনিট অফার করে, এর সম্ভাব্য বৃদ্ধি ব্যক্তি এবং তার প্রিয়জনদের জীবন বীমা কভারেজ প্রদান করে। নিফটি আলফা সূচক ফান্ড হল একটি মাল্টি-ক্যাপমার্কেট-সংযুক্ত বিনিয়োগ ফান্ড, যা উচ্চ-কার্যকারি স্টকগুলিতে ফোকাস করে, বিশেষ করে নিফটি আলফা ৫০ সূচকের শীর্ষ ৫০। এই তহবিলটি এনএসই তালিকাভুক্ত স্টকগুলির কার্যকারিতা প্রতিলিপি করার সাথে সাথে উচ্চ আলফা তৈরি করে এবং পলিসিধারকদের উচ্চ রিটার্ন অর্জনের অনুমতি দেয়। তহবিলটি পলিসিধারীদের জন্য রিটার্ন এবং ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করে ৮০%-১০০% ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি-সম্পর্কিত উপকরণগুলিতে এবং ০%-২০% নগদ এবং মানি মার্কেট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়। এই সমাধানগুলি দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং জীবন ও স্বাস্থ্য বীমা কভার অফার করে। টাটা এআইএ লাইফের ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকা

সম্পদের ৯৫.৫৫% রয়েছে ৪ বা ৫ স্টার হিসাবে রেট করা হয়েছে, মাল্টি ক্যাপ ফান্ড পাঁচ বছরে ৩১.২৩% সিএজিআর রিটার্ন অর্জন করেছে। লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, টাটা এআইএর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার (সিআইও) হর্ষদ পাতিল বলেছেন, "পরবর্তী কয়েক দশকে ভারতের অর্থনীতি প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে, ভারতীয় ইকুইটি বাজার উল্লেখযোগ্য সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ উপস্থাপন করেছে। টাটা এআইএ নিফটি আলফা ৫০ ইনডেক্স ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন এবং লাইফ কভার প্রদান করে উচ্চ-কার্যকারি স্টকগুলিতে ফোকাস করে। এই বিনিয়োগটি কেবলমাত্র বিনিয়োগের সুযোগই দেবে না, বরং এটি পলিসি হোল্ডারদের জন্য একটি ফিকার-মুক্ত জীবনও অফার করে।"

ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে-তে এক মুঠো আমন্ডের সঙ্গে হৃদয়কে সুস্থ রাখুন

কলকাতা: প্রতি বছর ২৯ সেপ্টেম্বর পালন করা হয় বিশ্ব হৃদয় দিবস। হৃদরোগের সম্ভাবনা কমাতে ও তার স্বাস্থ্য ঠিক রাখার গুরুত্ব মনে করাতেই এই উদ্যোগ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ভারতে সিভিডি-এর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ৬৫৫৬২ জন ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে করা একটি গবেষণায় ২৯.৪% সেক্ষ রিপোর্টেড রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। যা প্রতিরোধ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। হার্টের স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার একটি কার্যকর উপায় হল আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আমন্ড জাতীয় খাবার অন্তর্ভুক্ত করা। হৃদরোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমন্ড শক্তিশালী বন্ধু। প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, জিঙ্ক, ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম সহ ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টির সঙ্গে, আমন্ড হৃদয়-বান্ধব উপকারিতার জন্য সুপরিচিত। নিয়মিত এক মুঠো আমন্ড এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে, হৃদযন্ত্রের ক্ষতিকারক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, দৈনিক ৪২ গ্রাম আমন্ড খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত করলে তা বেশ কয়েকটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। আমন্ড খাওয়ার ফলে সেন্ট্রাল অ্যাডিপোসিটি (পেটের চর্বি) এবং কোমরের পরিধি কমে - যেগুলি হৃদরোগের ঝুঁকির অন্যতম কারণ। নিউট্রিশন অ্যান্ড ওয়েলনেস কনসালট্যান্ট শীলা কৃষ্ণস্বামী বলেছেন, "ভারতে সাম্প্রতিক বছরে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বর্তমানে স্বাস্থ্যকর, আরও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। পর্যাপ্ত ঘুম এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের মতো বিষয়গুলি হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডায়েটে আমন্ড অন্তর্ভুক্ত করা হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনীয়।" ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা আমন্ড একটি প্রাকৃতিক, স্বাস্থ্যকর এবং মানসম্পন্ন খাবার। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মোডেস্টোতে প্রতিষ্ঠিত, ক্যালিফোর্নিয়া আমন্ড বোর্ড হল একটি অলাভজনক সংস্থা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে কৃষক-প্রবর্তিত ফেডারেল

মার্কেটিং অর্ডার পরিচালনা করে। ক্যালিফোর্নিয়ার আমন্ড বোর্ড বা আমন্ড সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, www.almonds.in দেখুন।